আদ্যাস্তব

(বঙ্গানুবাদ)

ওঁ নম আদ্যায়ৈ

হে বৎস! মহাফলপ্রদ আদ্যাস্তোত্র বলিব শ্রবণ করো। যে সর্বদা ভক্তিপূর্বক ইহা পাঠ করে সে বিষ্ণুর প্রিয় হয়। এই কলিযুগে, তাহার মৃত্যু ও ব্যাধির ভয় থাকে না, অপুত্রা তিন পক্ষকাল ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করে, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে দুই মাস শ্রবণ করিলে বন্ধনমুক্তি হয়, ছয় মাসকাল শ্রবণ করিলে মৃতবৎসা নারী জীববৎসা হয়। ইহা পাঠ করিলে নৌকায়, সঙ্কটে ও যুদ্ধে জয়লাভ হয়। লিখিয়া গৃহে রাখিলে, অগ্নি বা চোরের ভয় থাকে না, রাজস্থানে নিত্য জয়ী হয় এবং সর্বদেবতা সন্তুষ্ট হন। হে মাতা! তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী, বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা, অমরাবতীতে ইন্দ্রাণী বরুণালয়ে অম্বিকা, যমালয়ে কালরূপা, কুবেরভবনে শুভা, অগ্নি কোণে মহানন্দা, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, নৈঋতকোণে রক্তদন্তা, ঈশানকোণে শূলধারিণী। পাতালে বৈষ্ণবীরূপা, সিংহলে দেব মোহিনী, মণিদ্বীপে সুরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালিকা, সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, পুরুষোত্তমে বিমলা, ঔড্রদেশে বিরজা, নীলপর্বতে কামাখ্যা। ব্রহ্মদেশে কালিকা, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা, গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্রেষ্ঠা কাত্যায়নী, দ্বারকায় মহামায়া, মথুরায় মাহেশ্বরী। হে মাতঃ তুমি সমস্ত জীবের ক্ষুধাস্বরূপা, সমুদ্রের বেলাভূমি, শুক্লপক্ষের নবমী এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। তুমি দক্ষের দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী কন্যা, তুমি রাবণধ্বংসকারিণী রামের জানকী। তুমি চন্ডমুন্ড বধকারিণী দেবী এবং রক্তবীজ বিনাশিনী, তুমি নিশুম্ভশুম্ভমথনী ও মধুকৈটভঘাতিনী। তুমি বিষ্ণুভক্তিপ্রদা, সর্ব্বদা সুখদা ও মোক্ষদা দুর্গা। যে মনুষ্য এইপবিত্র আদ্যাস্তব সর্ব্বদা পাঠ করে, তাহার সর্ববিধ জ্বরের ভয় থাকে না এবং সর্বব্যাধি বিনাশ হয়। তাহার কোটি তীর্থের ফল লাভ হয় - ইহাতে সন্দেহ নাই। জয়া আমার সম্মুখ ভাগ, বিজয়া পশ্চাৎ ভাগ, নারায়ণী মস্তকভাগ এবং সিংহবাহিনী আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। শিবদূতী, উগ্রচন্ডা, পরমেশ্বরী, বিশালাক্ষী, মহামায়া, কৌমারী, শঙ্খিনী, শিবা, চক্রিণী, জয়দাত্রী, রণমত্তা, রণপ্রিয়া, দুর্গা, জয়ন্তী, কালী, ভদ্রকালী, মহোদরী, নারসিংহী, বারাহী, সিদ্ধিদাত্রী, সুখপ্রদা, ভয়ঙ্করী, মহারৌদ্রী, মহাভয়বিনাশিনী আমার সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করুন। ইতি ব্রহ্মযামলে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে আদ্যাস্তোত্রম সমাপ্ত।

আদ্যামা বলতেন-

''আমি কেবল শাস্ত্রবিহিত মতেই যে পূজা চাই, তা নয়। 'মা খাও, মা পর' ইত্যাদি প্রাণের ভাষায় সকল বস্তু আমায় নিবেদন করে ব্যবহার করলেও আমার পূজা হবে, সরল প্রাণের প্রার্থনাই আমার উপাসনা, আর যদি কোনও ভক্ত আমার সম্মুখে আদ্যাস্তব পাঠ করে তো আমি বিশেষ আনন্দিত হই।''